National Conference on
Latest Innovations in Engineering, Science, Management and Humanities (NCLIESMH- 2024)
26th May, 2024, Raipur, Chhattisgarh, India.

CERTIFICATE NO : NCLIESMH /2024/C0524513

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জীবন সরকারের ছোটগল্পের এক গবেষণামূলক পর্যালোচনা

Indrani Sarkar

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi

ভূমিকা

ছোটগল্প হল এমন এক শিল্পপ্রকরণ, যা সারা বিশ্বের কথাসাহিত্য ধারায় এক নতুন যুগের সূচনা করে। প্রকৃতির নিয়মেই সময়ের পালাবদলে মানুষের মনন, চিন্তন, রুচি-বদলের অভীপ্সা দেখা যায়। মন নতুন কিছু অন্বেষণ করে। এই অন্বেষণের প্রকরণরূপে ছোটগল্প পাঠকের কাছে অন্যরকমের তৃপ্তি এবং স্বাদের বাহার নিয়ে হাজির হয়েছিল। বলা যায়, উনিশ শতক হল সার্থক ছোটগল্প নির্মাণের উর্বর সময়ভূমি। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পও কুলীনতায় বিশ্বসাহিত্যে জায়গা করে নিতে পারে। প্রাক্ রবীন্দ্র পর্বে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-রা বাংলা ছোটগল্পের যে সলতে জ্বলা আরম্ভ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সোনার হাতের পরশ তাকে ফুলে-ফলে বিকশিত করে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এবং পরবর্তী ছোটগল্প লেখকরা সেই সাধনাকে আরও চিত্ত উৎকর্ষের শিখরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন এবং করে চলেছেন। বিশ শতকের ষাটের দশকে গল্প লিখতে আরম্ভ করা এবং পরবর্তী প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আমৃত্যু সাহিত্যকর্মে নিরলস নিয়োজিত থাকা বহুমাত্রিক জীবন-অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও জীবনরসিক জীবন সরকার তাঁর ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করে নিয়েছেন। জীবনের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেখার প্রয়াস চলেছে তাঁর সৃজনকর্মে তথা সাহিত্যে। এই সাহিত্যিকের জন্ম ইংরেজি ৫ই নভেম্বর ১৯৪১ সালে ঢাকার বিক্রমপুরের বালিয়াকান্দা গ্রামে। মাত্র ছয় বছর বয়সে দেশ ভাগজনিত কারণে ছিন্নমূল হয়ে চলে আসেন উত্তরবঙ্গে এবং তারপর পড়াশোনা ও জীবিকার জন্য নগর কলকাতায় বসবাস শুরু করেন।

মূল বিষয়বস্তু

জীবন সরকারের সাহিত্য-জীবন ও ছোটগল্প লেখার সূত্র সন্ধান:- জীবন সরকারের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে 'সাপ্তাহিক জনতা' পত্রিকায়। গল্পের নাম- 'জনান্তিক'। এরপর কলম আর থেমে থাকেনি। অনেক অনেক গল্প লিখেছেন এবং তারই ভাণ্ডার তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি- 'কাছিম', 'পদাতিক', 'পায়ের শব্দ', 'জীবন ও চালি', 'জীবন সরকারের শ্রেষ্ঠ গল্প', 'ছিন্নমূল', 'হিরুর ঘর', 'ওরা চারজন', 'অন্যকোন পাখি', 'জীবন সরকারের নির্বাচিত গল্প' ইত্যাদি। উপন্যাসও লিখেছেন অনেকগুলি- 'নদীর নামে নাম', 'বামনহাট প্যাসেঞ্জার', 'রাস্তায় রক্তের দাগ', 'বড়মা বৃত্তান্ত', 'একজন মানুষ'। শিশু-কিশোরদের জন্য লিখছেন- 'ওদলাবাড়ির হাতি', 'ছোটদের সেরা গল্প', 'আমার দুঃখী বাংলা'। কাব্যগ্রন্থও আছে একটি- 'এই আলোয় এই হাওয়ায়'। এছাড়া অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা যেমন- 'তিনজন', 'অন্যদিন', 'জ্যৈষ্ঠের ঝড়', 'কবি পক্ষের কবিতা', 'নতুন গল্প' সম্পাদনা করেও তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সাহিত্য সাধনার জন্য 'ত্রিবিত্ত', 'সীমান্ত সাহিত্য', 'অমৃতলোক', 'মেধা' ইত্যাদি অনেক সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। জীবন সরকারের গল্পের পাতায় পাতায় নানাভাবে উঠে এসেছে মানুষের উজ্জ্বল অস্তিত্ব ভাবনার কথা। ব্যর্থ, পরাজিত মানবসত্তা যেন কথা হয়ে উঠে আমাদের কাছে জানতে চেয়েছে তাদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথা। এখানেই জীবন সরকারের লেখনীর শক্তি। এখানেই তাঁর সমাজ ভাবনার বিশিষ্টতা।

National Conference on
Latest Innovations in Engineering, Science, Management and Humanities (NCLIESMH- 2024)
26th May, 2024, Raipur, Chhattisgarh, India.

জীবন সরকারের ছোটগল্পে দেশভাগ প্রসঙ্গ ও উদ্বাস্তু জীবনের নানা দিক:- স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু মানুষগুলোর জীবন, জীবিকা, মানসিক অবক্ষয় ও গ্লানি, জীবনযুদ্ধের অনিবার্য বেদনা, অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রবল সংগ্রাম- সেটা যেমন পশ্চিমবঙ্গের ভেতরে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে আসাম, ত্রিপুরা, দণ্ডকারণ্য এইসব জায়গায় ছিন্নমূল বাঙালীর উপেক্ষিত যন্ত্রণার কান্না ভাষা পেয়েছে জীবন সরকারের ছোটগল্পে। নির্ভূম, নিরাশ্রয়, নিরালম্ব এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবন থেকে কীভাবে নিশ্চয়তা, সুস্থতার অন্তর্ধান ঘটলো, মানবিক সম্পর্কগুলো বদলে গেল- যে দেশে আস্তানা পেয়েছে তার মাটি কেমন, মানুষ কেমন, আকাশ কেমন- সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই মানুষগুলোর জীবনকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন জীবন সরকার। কোন্ অনিবার্য কারণের ফলে তাদের এই ভাগ্যবিড়ম্বনা, জন্মভূমি ত্যাগ করে যাযাবরের মতো একস্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়ানো, স্টেশনে, প্ল্যাটফর্মে, সরকারী আশ্রয় শিবিরে, নির্জন দ্বীপে অথবা গহন অরণ্যে এবং যদিও বা মাথা গোঁজাবার আশ্রয়টুকু মিলল, সেখানেও শুধুমাত্র বাঙালী হবার 'পাপে' প্রতিনিয়ত অত্যাচারিত হওয়া- সবশেষে বিরূপ পরিস্থিতির কাছে আত্মসমর্পণ কিংবা প্রতিবাদের অঙ্গীকার, এ যে 'ছিন্নমূল বাঙালীর ভাগ্যলিখন'। জীবন সরকার, যিনি নিজেও একজন দেশহারা উদ্বাস্তু, তাই তাঁর কলম ছিন্নমূল নর-নারীর মাটির মায়া ত্যাগ করা, তাদের সংসার ছিন্ন হওয়ার মনুষ্যত্ব লুপ্ত হবার ও জীবনের সব আশা-ভরসার নিশ্চিহ্ন হবার কাহিনীকে এত জীবন্তভাবে দেখাতে পেরেছেন।

জীবন সরকারের ছোটগল্পে নাগরিক জীবন ও গ্রামজীবনের প্রসঙ্গ:- জীবন সরকার গ্রামজীবনের অসামান্য রূপকার। গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে লেখা তাঁর গল্পগুলিতে গ্রামীণ মানুষের জীবনবোধ, জীবনচর্যা, তাদের সংস্কৃতি, পূজা-পার্বণ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, আহার, বাসস্থান, লোকগান সবকিছুরই পরিচয় আছে। মাটির সঙ্গে জীবন সরকারের সম্পর্ক যে ছিন্ন হয়নি, বরং সারা শরীর জুড়ে তা আরও বেশি করে লেপ্টে ছিল তাঁর গ্রামজীবন বিষয়ক গল্পগুলি পড়লেই অনুভূত হয় এবং গল্পগুলি পড়তে পড়তে পাঠকের মনও চলে যায় গ্রামীণ জীবনের অন্দরমহলে। নাগরিক জীবনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মিক-দ্বন্দ্ব, তাদের জীবন ও জীবিকার হরেক ঘটনা, স্বার্থপরতা, ক্রুরতা-হিংসা-বিদ্বেষ, বেকারত্ব ইত্যাদির ভাবনায় ভরে উঠেছে গল্পের শরীর। তবে এই গল্পগুলিতে আছে আশ্চর্য এক সমাধান সূত্রও। জীবনকে কিভাবে নির্মল করা যায় এবং কিভাবে শুদ্ধতায় উপনীত হওয়া যায়। জীবনকে কিভাবে নির্মল করা যায় এবং কিভাবে শুদ্ধতায় উপনীত হওয়া যায়।

জীবন সরকারের ছোটগল্পে প্রকৃতি ও প্রকৃতি চিত্রণের দক্ষতা দেখা যায়। জীবন সরকার তাঁর আত্মকথায় বারবার বলেছেন- বাংলার মানুষ, নদ-নদী, নিসর্গই তাঁকে গল্পকার করেছে। তাঁর গল্পে ভাষার জোগান দিয়েছে। প্রকৃতির অমোঘ টানেই বারবার তিনি পথে বেরিয়েছেন। প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যের রূপবিভায় বারবার 'পথিক কবি'র মতন রাঙিয়ে নিয়েছেন নিজেকে, তৃপ্ত করেছেন মনের আকুণ্ঠ রূপ তৃষ্ণার পিপাসাকে। বলতে গেলে, প্রকৃতিই ছিল তাঁর অন্তর্লোকের আসল বাড়ি। প্রকৃতির কাছে এলেই তিনি বোধ করতেন অপার তৃপ্তি। আর এই তৃপ্তির সুস্বাদু অভিজ্ঞতামালা ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর ছোটগল্পের পাতায় পাতায়। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে যেখানেই প্রকৃতির প্রসঙ্গ এসেছে, সেখানেই দৃষ্টির অন্তলীন মগ্নতা তীক্ষ্ণভাবে লক্ষণীয়। এইজন্যেই তিনি কথাশিল্পী হয়েও হয়ে উঠেছেন কখনও কখনও কবি ও চিত্রকর।

জীবন সরকারের ছোটগল্পে ছোটদের (শিশু-কিশোর) প্রসঙ্গ। ছোটদের বিষয়ে গল্প লিখতে গিয়ে জীবন সরকার রূপকথা-লোককথা-রাজারানী-রাক্ষস-দৈত্য ইত্যাদির কথা বলার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন শিশুচরিত্র তৈরী, শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে কথা বলায়। জীবন সরকারের ছোটদের নিয়ে লেখা গল্পগুলিতে তাই বারবার উঠে আসে শিশুদের হরেক সমস্যা- সেটা তার শৈশবের সঙ্গে শৈশবকাল পার করে সাবালকত্বে পৌঁছাবে কিনা, তার বেঁচে থাকার শর্তই বা কি, আর এর জন্য শৈশবকালে কি ধরনের প্রচেষ্টা নিতে হবে ইত্যাদির ধারণা দেওয়ায়। বস্তুত এখান থেকেই তাঁর গল্পের ভাষায় যে সমীকরণ তাৎপর্যময় হয়, তা শিশুর শৈশবকে পরিচালিত করতে কি কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রয়োজন তা নিয়ে বিশেষ চিন্তা। আসলে শিশুরা তো বড়দের নিয়েই সংঘবদ্ধ। তাই ছোটদের নিয়ে লিখতে বসে ছোটদের গল্পে যখনই বড়দের প্রসঙ্গ এসেছে সেখানে একজন শিশু মনস্তত্ত্ববিদের মতো জীবন সরকার এই ধারণা দিতে চেয়েছেন তাঁর গল্পে যে- পরিবারে বয়স্ক ও শিশু, অভিভাবক ও সন্তান এদের সম্পর্কবিধি ঠিক কি হবে, কি হওয়া উচিত এসব নিয়ে নানাবিধ ধারণার ব্যাখ্যা।

National Conference on
Latest Innovations in Engineering, Science, Management and Humanities (NCLIESMH- 2024)
26th May, 2024, Raipur, Chhattisgarh, India.

উপসংহার

উপসংহারে আছে সামগ্রিক মূল্যায়ন। জীবন-মানুষ-পৃথিবী নিয়ে গল্পকার জীবন সরকারের উপলব্ধি- অনুভূতির নিপুণ রূপায়ণের সাক্ষী বহন করে চলেছে প্রবাহিত কাল ও তাঁর সাহিত্য। সময়ের বহমানতায় এ এক নতুন সুর, নতুন আনন্দ- নতুন পাওয়া। জীবনের সাথে মিতালী করে জীবনেরই আল ধরে হেঁটেছেন ভালোবাসার তাগিদে। জীবনের সঙ্গে কাদা মাখামাখিতেও পেয়েছেন আনন্দ, দিয়েছেন আনন্দ। তাইতো লিখতে পেরেছেন, আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের থেকে স্বতন্ত্র হয়েছেন। হাঁটু জল থেকে ডুব জল, সেখান থেকে আরও অতল, গভীর, অজানা অন্ধকার- জীবনের নানান তল থেকে ডুব দিয়ে অর্জন করেছেন অভিজ্ঞতার মণি-মুক্তো। জীবন সরকার তাঁর ছোট গল্পের মাধ্যমে পাঠকের বোধকে পৌঁছে দিয়েছেন মূল্যবোধের এক অমূল্য জগতে। সময়ের কাঠিন্যতায় মানুষ ধীরে ধীরে যে মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব ক্ষয় করে ফেলেছে, সেই ক্ষয়িত জগত থেকে মানুষকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন জীবন সরকার। তাই জীবন সরকারের ছোট গল্পে আছে এক আশ্চর্য দীপ্তি, যা মানুষকে আলোকিত করতে পারে নতুন চিন্তা-চেতনায়।

গ্রন্থপঞ্জি

- সরকার, জীবন : 'ছোটদের সেরা গল্প, দোয়েল', 'মাটির বাড়ি' ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার, কলকাতা-১১, প্রথম প্রকাশ মে, ২০১৪।
- সরকার, জীবন: 'জীবন সরকারের নির্বাচিত গল্প, ক্রন্দসী', ২/১৭ শরৎপল্লী, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬।
- সরকার, জীবন: 'জীবন সরকারের স্বনির্বাচিত গল্প', ক্রন্দসী, ২/১৭ শরৎপল্লী, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬।'
- সরকার, জীবন: 'নিউ বঙ্গাইগাঁও এক্সপ্রেস', একুশ শতক, ১৫, 6 শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০১১।
- সরকার, জীবন: 'জীবন সরকারের বাছাই গল্প', দোয়েল, 'মাটির বাড়ি' ওঙ্কার পার্ক, ঘোলাবাজার, কলকাতা-১১, প্রথম প্রকাশ-মে, ২০১৪।
- সরকার, জীবন: 'আমার সময় আমার গল্প', বি.এন. লাইব্রেরী, ২ই, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- জুন, ২০০৩।
- সরকার, জীবন : 'ওরা চারজন', প্রগতি পাবলিকেশন, ৪০, মহারাণী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা-৬০, প্রথম প্রকাশ- জুন, ২০১২।